# শিকড়ের সন্ধানে
# (Road to Roots)

**পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবন সংলগ্ন যেসব আদিবাসী মুন্ডাদের বসতি গড়ে উঠেছে তারা সবাই প্রায় ২২০ বছর আগে ভারতের রাঁচী জেলা থেকে এসেছে। সেই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিত ছিল। তবে সুন্দরবন অঞ্চলের এসব মুন্ডাদের সম্পর্কে তেমন কোন লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি। কয়েকটি গবেষণাপত্রে বা পুস্তকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা খুবই সামান্য।

তবে মুন্ডাদের মধ্যে যারা বয়স্ক বৃদ্ধ/বৃদ্ধা আছেন তারাও তাদের আগমনের সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। কিন্তু বিশেষ করে মুন্ডা সমাজের মধ্যে যারা পূজা-পার্বণ করেন (পাহান) তারা বহুকাল পূর্বে থেকে তাদের পূর্বের জেলা, গ্রাম এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে মোরগ-মুরগী উৎসর্গ করে থাকেন। যাহা মুন্ডা সামাজিক রীতি-নীতির অর্ন্তগত। বিশেষ করে মুন্ডাদের সারুল পূজাতে, সহরাই পূজাতে এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের পূর্বের বসতির ঠিকানা বলতে হয় এবং তাদের গোত্রের পরিচয় দিতে হয়। এসব পূজা-পার্বণের কোন লিখিত পুস্তক না থাকলেও মৌখিকভাবে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি'র এখনও পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও মুন্ডাদের মাতৃভাষার কোন লিখিত রুপ নেই তারপরও ভাষার তেমন বেশি পরিবর্তন হয়নি। যুগের পর যুগ এসব মুন্ডারা বংশ পরমপরায় তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে অটুট রেখেছে।

সুন্দরবন সংলগ্ন যেসব মুন্ডাদের বসতি গড়ে উঠেছে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ফাঃ লুইজী পাজ্জী এস,এক্স দীর্ঘ দিন কাজ করলেও তিনি মুন্ডাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করতে পারেননি কারণ এসব মুন্ডাদের নিয়ে বিস্তারিত তেমন কিছু লেখা নেই কোন বই পুস্তকে। তিনি এখনও এসব মুন্ডাদের আগমন ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্) এর পক্ষ থেকে এবং এই অঞ্চলের মুন্ডাদের পক্ষ থেকে তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে তিনি এই অঞ্চলের মুন্ডাদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কাজ করেছেন যাহা এখনও চলমান রয়েছে। পাশাপাশি তাদের নেতৃত্ব এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাহা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

২০০৩ সাল থেকে ফাঃ লুইজী পাজ্জী'র সার্বিক সহযোগীতায় এই অঞ্চলের মুন্ডাদের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্) গঠিত হয় এবং এখন আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা-সংস্কৃতি, খাদ্য নিরাপত্তা, সুপেয় পানি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাবলী মোকাবেলা এবং মুন্ডাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামস্ একটি অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এসব কাজের পাশাপাশি সামস্ মুন্ডাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। আর যেটুকু তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেখানে অনেক ভুল তথ্য অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। যার কারণে আমরা অনেক বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। আমরা মুন্ডাদের পূজা-পার্বণ, ভাষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি বিষয়ক যেটুকু তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছি তাহা আমাদের সমাজের যারা মুরব্বী, পাহান বা যারা একটু আধটু লেখাপড়া জানে অথবা মুন্ডাদের আগমন, ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারে তাদের মৌখিক তথ্য। অপরদিকে বলা যায় মৌখিক তথ্য অনেক সময় পরিবেশ ও প্রতিবেশের কারণে স্বাভাবিক ভাবেই পরিবর্তন হয়। সেকারণেও মৌখিক তথ্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি তাদের মৌখিক তথ্যকে সংরক্ষণ করতে। যাহাতে পরবর্তীতে এটি লিখিত তথ্য হিসেবে আমাদের প্রজন্ম জানতে পারবে। আদিবাসী মুন্ডাদের ধর্ম হলো আদি ধর্ম। অর্থাৎ, প্রকৃতি পূজারী। গাছ, পাথর ও প্রাণী হলো আরাধ্য বিষয়। সিং বোঙ্গা হলো প্রধান আরাধ্য দেবতা বা সৃষ্টিকর্তা ।

অবশেষে আমরা ফাঃ লুইজী পাজ্জী এস,এক্স এর সহযোগীতায় ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচী জেলায় আমাদের পূর্ব-পুরুষের গ্রাম পরিদর্শন করি। কারণ আমাদের সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলেছেন তারা ভারতের রাঁচী জেলা থেকে এসেছেন এই অঞ্চলে এবং জমিদারেরা তাদেরকে জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। পাশাপাশি আমরা জানি ঝাড়খন্ড রাজ্য আদিবাসীদের বসবাস বেশি রয়েছে। সেখানে মুন্ডাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে এবং তাদের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে জানা যাবে। সেজন্য আমরা তিনজন (গোপাল চন্দ্র মুন্ডা, কৃষ্ণপদ মুন্ডা ও রামপ্রসাদ মুন্ডা) রাঁচী ভ্রমণে যাই এবং সেখান থেকে মুন্ডা সম্পর্কিত অনেক পুস্তক সংগ্রহ করি। যেখানে মুন্ডাদের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা-সংস্কৃতি, সামাজিক অবকাঠামো এবং তাদের আচার আচরণের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি সংগৃহিত পুস্তকগুলো আমাদের অনেক দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

রাঁচী ভ্রমণে যারা আমাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগীতা করেছেন আমরা সামস্ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা মনেকরি সকলের অনুপ্রেরণা ও সহযোগীতা আমাদের রাঁচী ভ্রমণকে সফল করেছে।

সাতক্ষীরা থেকে রাঁচী. . . . . .

আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রায় ২২০ বছর পূর্বে বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচী জেলা থেকে জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য এই অঞ্চলে চলে আসেন এবং তদকালীন জমিদারেরা তাদেরকে নিয়ে আসেন। এসব তথ্যগুলো মৌখিকভাবে আমরা মুন্ডাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এই বিশ্বাসকে ধারণ করে আমরা দীর্ঘ দুই বছর আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনা গ্রহণের পর গত ৬ই অক্টোবর, ২০১৭ রোজ শুক্রবার সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা হতে ঝাড়খন্ডের রাঁচী জেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিই আমরা তিনজন (কৃষ্ণপদ মুন্ডা, গোপাল চন্দ্র মুন্ডা এবং রামপ্রসাদ মুন্ড) এবং আমাদের সাথে একজন চলচিত্র নির্মাতা জুয়েল হাসান সফর সঙ্গী হিসেবে যোগদান করেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের পূর্ব পুরুষদের অবস্থান, গ্রাম ও গোত্র খুজে বের করা এবং মুন্ডাদের মহানায়ক ভগবান বিরসা'র জম্মভূমি পরিদর্শন। পাশাপাশি আদিবাসী মুন্ডাদের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করা। সেই সাথে আমাদের রাঁচী ভ্রমণকে কেন্দ্র করে একটি ডকুমেন্টরী ফিল্ম তৈরি করা। কারণ এই ভ্রমণটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই ফিল্ম অনেক তথ্য উপাত্ত প্রদান করতে পারবে যাহা আমরা আমাদের সময়ে পায়নি।

আমাদের প্রত্যাশা সমূহ:

১। এই অঞ্চলে বসবাসরত মুন্ডাদের পূর্বপুরুষদের গোত্র, অবস্থান এবং ইতিহাস খুঁজে বের করা।
২। বিরসা ভগবান এর জম্মস্থান পরিদর্শন এবং বিরসা উলগুলান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
৩। বিরসা ভগবান এর জম্মস্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা।
৪। আদিবাসী মুন্ডাদের নেতৃত্বে যেসব আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে সেবিষয়ে জানা।
৫। রাঁচী অঞ্চল থেকে কোন একটা চিহ্ন/প্রতীক বা নমুনা নিয়ে আসা।

গত ০৬/১০/২০১৭ তারিখ সকাল ৮.০০টার সময় আমরা রাঁচীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। দুপুর ১২.৩০ ঘটিকার সময় আমরা বেনাপোল বোর্ডারে পৌছায় এবং উভয় পারের ইমিগ্রেশন এর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিকাল ৪.০০ ঘটিকার সময় আমরা বনগাঁ রেল ষ্টেশনে পৌছায়। এরপর আমরা তিনজন হাবড়া থানার নওয়াপাড়ায় যায় আমাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে এবং জুয়েল হাসান তিনি কলকাতায় তার পরিচিতজনের কাছে যান।

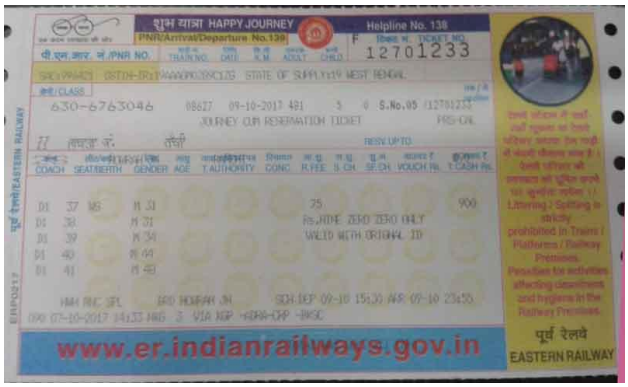


পরবর্তী দিন আমরা রাঁচী যাওয়ার জন্য ট্রেন টিকিট সংগ্রহের জন্য কলকাতা যাই এবং অনেক কষ্ট করে ০৯/১০/২০১৭ তারিখের জন্য আমরা টিকিট সংগ্রহ করি। এর পর কলকাতা থেকে ফিরে আসি আমাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে। এরপর আমরা তিনজন বাঘজোলা যাই যেখানে শরৎ চন্দ্র মুন্ডা বাসা ভাড়া করে থাকেন। শরৎ কে না পেলেও তার স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবার সাথে সাক্ষাত করি এবং ফাঃ লুইজী প্রদত্ত চিঠি তার মায়ের কাছে হস্তান্তর করেন গোপাল চন্দ্র মুন্ডা। আমরা শরৎ এর বিষয়ে জানতে চাইলে তার পরিবারের সদস্য/সদস্যারা কোন সঠিক তথ্য আমাদের জানায়নি। আমরা অবশ্যই তার প্রতিবেশি ও স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকে শরৎ এর বিষয়ে অবহিত করি। এরপর আমরা আবার ফিরে আসি নওয়াপাড়াতে।

এরপর ০৯/১০/২০১৭ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকার পূর্বে আমরা হাওড়া রেল ষ্টেশনে পৌছায়। কারণ, বিকাল ৩.৩০টার সময় আমাদের ট্রেন ছাড়ার সময় ছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বিকাল ৪.৩০টার সময় রাঁচী স্পেশাল ট্রেনটি হাওড়া ষ্টেশন থেকে ছাড়ল এবং রাত ০১.০০টার সময় আমরা রাঁচী ষ্টেশনে পৌছায়। আমরা এরপর রাত ০২.০০ঘটিকার সময় একটি হোটেলে অবস্থান করি।

গত ১০/১০/২০১৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে ভারত মুন্ডা সমাজ আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করি। উক্ত অনুষ্ঠানে রাঁচী শহরের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার আদিবাসী মুন্ডাদের সাথে পরিচয় হয় এবং আমরা আমাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে তাদেরকে বিস্তারিত অবগত করি। যিনি আমাদের এই ভ্রমণের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন তিনি হলেন শ্রী সত্যজিত সিং (প্রফেসর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী)। তার পিতা শ্রী কুমার সুরেশ সিং আদিবাসী মুন্ডাদের নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন এবং তার মুন্ডাদের বিষয়ে অনেক প্রকাশনা রয়েছে।

সত্যজিত সিং স্যারের রেফারেন্স অনুসারে আমাদের পরিচয় হয় গুনজল ইকির মুন্ডা'র সাথে। গুনজল ইকির মুন্ডা হলেন ড. রামদয়াল মুন্ডা'র সন্তান। ড. রামদয়াল মুন্ডা ছিলেন বিরসা ভগবান এর পরবর্তী নেতা। যার নেতৃত্বে ২০০০ সালে বিহার থেকে ঝাড়খন্ড একটি পৃথক রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যায় থেকে সম্মান সূচক ডিগ্রি লাভ করে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তারপর তিনি এমপি হিসেবে কয়েকবার নির্বাচিত হন।

উক্ত সভায় উপস্থিত সকলের সাথে আমাদের পরিচয় হয় এবং তারা আমাদেরকে সহযোগীতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

We receiptions by Bharat Munda Somaj, Ranchi-

We receiptions by Bharat Munda Somaj, Ranchi.

এরপর আমরা আমাদের রাঁচী ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রী অর্জুন মুন্ডা (সাবেক মূখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ড) এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাদের আগমনের কারণ জানতে পেরে অনেক আনন্দিত হন এবং তিনি আমাদেরকে অভিনন্দন জানান। আমরাও আমাদের অঞ্চলের মুন্ডাদের পক্ষ থেকে এবং সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্) এর পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি আমাদের সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং আগামীতে ভারত মুন্ডা সমাজ ও সামস্ কিভাবে একসাথে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। এসময় যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই আমরা এক সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। শ্রী অর্জুন মুন্ডা'র প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে ভারত মুন্ডা সমাজ এর প্রতিনিধিগণ পরবর্তীতে আমাদেরকে জানান যে, আগামী বছর ২০১৮ সালের মার্চ মাসের কোন এক সময় বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক মুন্ডা সম্মেলন করার প্রস্তাব দেন। আয়োজক হিসেবে ভারত মুন্ডা সমাজ ও সামস্ থাকবে। যেসব দেশ থেকে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন তাহা হলো বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান ও মায়ানমার । তবে এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য শ্রী অর্জুন মুন্ডা (সাবেক মূখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ড) তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার আশা ব্যক্ত করেন। আলোচনার শেষে সামস্ এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সামস্ এর কিছু প্রকাশনা তাকে প্রদান করি।

পরবর্তী দিন (১২-১০-২০১৭) আমাদের শিডিউল অনুসারে আমরা গোপাল চন্দ্র মুন্ডার পূর্ব পুরুষদের গ্রাম সরজমা পৌছায় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে মতবিনিময় করি। গোপাল চন্দ্র মুন্ডা তার পূর্ব পুরুষদের পরিচয় তুলে ধরলে উপস্থিত কেউ তার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। তবে তারা বলেন, রাঁচী জেলায় এখানে জম টুটি গোত্রের বসবাস এবং এখানে ৫০০ এর অধিক পরিবার বাস করে যারা সবাই জম টুটি গোত্রের মুন্ডা। আমরা ১৩ই অক্টোবর,২০১৭ পুনরায় সরজমা গ্রামে যায় এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসরত মুন্ডাদের বেশ কিছু তথ্য আমরা উদ্ধার করতে পারি। এই গ্রামের হেডম্যান হলেন জগমোহন সিং মুন্ডা (বয়স ৫০ এর বেশি)। আমরা আরো জানতে পারি এখানে মোট ৪টি টলী আছে (ক) সাড়াক টলী, (খ) মুন্ডা টলী, (গ) পাহান টলী এবং (ঘ) চৌগা টলী। পূজা-পার্বণের দিক থেকে গোপাল দাদার সাথে মিলে যায়। তারা এখানে একই ধরণের মুরগী পূজা করে।

১৩/১০/২০১৭ আমরা খুটি জেলার অর্ন্তগত ডুমবারী বুরু পরিদর্শন করি। যেখান থেকে ইংরেজ মিলিটারীরা বিরসা ভগবানকে আটক করে। আমরা স্থানীয়দের নিকট থেকে জানতে পারি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইংরেজ মিলিটারীরা বিরসা ভগবানসহ মোট ৬০ জনকে এই পাহাড় থেকে আটক করে এবং তাকে জেলে বন্দী করে। ভারত সরকার ২০০৩ সালে বিরসা ভগবানের এই স্থানকে একটি ঐতিহাসিক স্থান সিহেবে চিহ্নিত করে এবং তার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি পাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

এরপর আমরা ১৪/১০/২০১৭ তারিখে খুটি জেলার উলিহাতু গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হই। উলিহাতু গ্রামে বিরসা ভগবানের জন্মস্থান। তার শৈশব এখানেই অতিবাহিত হয়। তার জন্ম ১৫ই নভেম্বর, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৯ই জুন, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ। তার পিতার নাম স্বর্গীয় সুকনা মুন্ডা। তিন ভাইয়ের মধ্যে বিরসা ভগবান ছিলেন মেজ (২য়)। তিনি তার এই ২৫ বছর বয়সে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা হয়না। ভারত সরকার তার স্মৃতি রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার নামানুসারে বিরসা মুন্ডা জেলখানা রয়েছে, বিরসা মুন্ডা বিমান বন্দর রয়েছে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে। আমরা তার উত্তরসূরী শুকরাম মুন্ডা (প্রায় ৭০ বছর) ও তার মেয়ে চম্পা মুন্ডার (প্রায় ৩০ বছর) সাথে সাক্ষাত করি এবং বিরসা ভগবান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করি। বিরসা ভগবানের উলগুলান সম্পর্কে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। উলিহাতু গ্রাম থেকে ফিরে আসার সময় আমরা তার জন্মস্থান থেকে মাটি নিয়ে আসি যাহা আমাদের পবিত্র মাটি বলে বিবেচনা করি।

একই দিনে বিকালে আমরা রাঁচী জেলার চোকা হাতু গ্রামে যাই। এটি একটি বিখ্যাত জায়গা কারণ বহু যুগ ধরে রাঁচী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে মুন্ডারা মৃত ব্যক্তিকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রায় ৪/৫ একর জায়গার উপর এই কবর স্থান আছে। এখানে কবর স্থানের উপর চারকোণায় চারটি পাথর পুঁতে রেখে তার উপর একটি বড় পাথর রাখা হতো। আর একটি গর্ত করে সেখানে মাটির একটি পাত্রে পয়সা ও গহনা রেখে মাটির নিচে রাখা হতো। এখানে কবর স্থানকে সাদৃ ভাষায় মাসনা বলে। এই মাসনাটি এখনও পর্যন্ত মুন্ডারাই ব্যবহার করে। এটি একটি প্রাচীনতম স্থান হিসেবে সবাই বিবেচনা করে।

১৬ ও ১৭ই অক্টোবর, ২০১৭ আমরা রাঁচী জেলার যোশপুর গ্রামের আগার টলী পৌছায় এবং মুন্ডাদের রাজপুত গোত্রের মানুষদের সাথে সাক্ষাত করি এবং আমার গোত্রের পূজা-পার্বণ সম্পর্কে তাদের সাথে আলোচনা করি যাহা আমরা এখানে যেভাবে পালন করি তারাও একই ভাবে পালন করে। এই গ্রামে এক বৃদ্ধের সাথে আমাদের কথা হয় যার বয়স প্রায় ৯০/৯৫ বছর হবে। তার নাম সুধুয়া মুন্ডা, পিতার নাম ঝুনকা মুন্ডা। তার বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি তার পিতামহের পিতামহ বা তারও আগে এখান থেকে কিছু মুন্ডাদেরকে জমিদারেরা জঙ্গল কেটে আবাদ করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। কেউ ফিরে এসেছিল আবার কেউ ফিরে আসেনি। কিন্তু তাদের নাম তিনি বলতে পারেননি। সুধুয়া মুন্ডা তার পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে এই কথা শুনেছেন। আমি বিশ্বাস করি আমার গোত্রের পূর্ব পুরুষেরা এই যোশপুর গ্রাম থেকেই চলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। আর এজন্যই আমাদের পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠানে এখনও এই গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়।

১৭ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ বিকালে আমরা জনহা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। যেখানে রামপ্রসাদ মুন্ডার গোত্রের মানুষেরা বাস করে। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এলাকাটিতে সময় দিতে পারেনি এবং কেউ তেমন তথ্য দিতে পারিনি। এজন্য আমরা ১৮ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে রাঁচী জেলার পুসু গ্রামে যাই যেখানে সাপোয়ার গোত্রের বসবাস। রামপ্রসাদ মুন্ডা স্থানীয় মুন্ডাদের সাথে আলাপ করেন এবং তিনি জানতে পারেন তাদের পূজা-পার্বণের সাথে তার মিল রয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে আমাদের কোন সমস্যা হয়নি। সবাই সাদৃ ভাষায় কথা বলে।

এভাবেই আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের গ্রাম ও অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হই এবং আমাদের অঞ্চলে আমরা যে রকম নিয়মে পূজা-পার্বণ পালন করি তারাও সেখানে একই নিয়মে পূজা-পার্বণ পালন করে। আমরা আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি বিরসা মুন্ডা শুধুমাত্র সিং বোঙ্গার উপাসনা করতেন আর কোন দেব-দেবীর পূজা করতেন না বা বিশ্বাস করতেন না। যদিও আমরা সময়ের অভাবে রাঁচী ও খুটি জেলার সব জায়গায় যেতে পারিনি তারপরও স্থানীয় মুন্ডারা বলেন তারা যেসব দেব-দেবীর উপাসনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিং বোঙ্গা, বুরু বোঙ্গা এবং ইকির বোঙ্গা। আর আমরা যারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করি তারা রাঁচী জেলার নাম ও গ্রামের নাম বলার পর আমাদের পূর্ব পুরুষদের নাম স্মরণ করে পূজা-পার্বণ সম্পন্ন করা হয়।

আমরা ২২শে অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ সকালে আদিবাসী মুন্ডা সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্তক ক্রয় করি এবং দুপুরের দিকে আমরা রিচি বুরু পাহাড়ে যাই। এই রিচি বুরু পাহাড়ের নামানুসারে রাঁচী জেলার নামকরণ করা হয়। এই পাহাড় থেকে রাঁচী জেলা শহরকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। এখানে অতীতে শুধু আদিবাসীরাই আসত এবং পূজা দিত। তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর নামে এখানে পূজা দিত এবং সেই সময়ে এখানে কোন মূর্তি ছিল না। এখন এখানে শিব এর মূর্তি, রাম এর মূর্তি, কালি মা এর মূর্তি, মনসা মা এর মূর্তি, হনুমান এর মূর্তিসহ বিভিন্ন ধরনের মূর্তি রয়েছে এবং সব সময় পর্যটকদের ভিড় বেশি থাকে। আদিবাসীরা এখনও এই পাহাড় কে পবিত্রতম স্থান হিসেবে সম্মান করে। বিকালে আমরা আবার গুনজল ইকির মুন্ডা'র বাড়ীতে যাই এবং তিনি আমাদেরকে মুন্ডাদের পতাকা দান করেন। এই পতাকা'তে তিনটি রং রয়েছে (১) সাদা (সিং বোঙ্গার প্রতীক), (২) লাল (বুরু বোঙ্গার প্রতীক এবং (৩) সবুজ (ইকির বোঙ্গার প্রতীক)। আদিবাসী মুন্ডাদের যেকোন পূজা-পার্বণ ও উৎসবে এই পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পতাকা দেখলে সবাই চিনতে পারে যে, এটি মুন্ডাদের পতাকা।

অবশেষে আমরা অনেক গর্বিত যে, প্রায় ২২০ বছর পর আমরা আমাদের উত্তরসূরীর প্রজন্ম হয়ে পুনরায় সেইসব গ্রামে যেতে পেরেছি এবং খুঁজে পেয়েছি। আমরা যেরকম পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম বা স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পেরেছি। আমরা আমাদের সফরকালে বিভিন্ন মুন্ডা প্রতিনিধিদের নিকট থেকে জানতে পারি যে, মুন্ডাদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভুমিকা রেখেছিলেন মুন্ডাদের অধিকার ও অস্তিত্ব আদায়ের জন্য। তাদের অবদানের ফলে আজ আমরা আমাদের স্বতন্ত্র ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি-নীতিকে আজও টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। তারা হলেন, (১) বিরসা ভগবান, বিরসা উলগুলান এর কারণে বেশি পরিচিত (২) গম্ভীর সিং মুন্ডা, যিনি সাউ নাচের (মাস্ক ড্যান্স) জন্য বেশি পরিচিত এবং আনুমানিক ১৯৮০ সালে প্রথম রাষ্ট্রীয় পদ্মশ্রী পদক পেয়েছিলেন এবং (৩) ড. রামদয়াল মুন্ডা, যিনি আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বিহার রাজ্য থেকে ঝাড়খন্ড রাজ্যকে পৃথক রাজ্যে পরিণত করেন। ড. রামদয়াল মুন্ডা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ২০১০ সালে রাষ্ট্রীয় পদ্মশ্রী পদক লাভ করেন। ঝাড়খন্ড রাজ্যে মুন্ডা, মাহাতো, উরাঁও এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে। সবাই তারা তাদের স্বতন্ত্র সামাজিক রীতি নীতিকে সম্মান করে এবং সংরক্ষণ করে। রাঁচীতে আমাদেরকে যারা সহযোগীতা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী অর্জুন মুন্ডা (সাবেক মূখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ড) গুনজল ইকির মুন্ডা, কুমার সিং মুন্ডা, ভীম মুন্ডা, সঞ্জয় মুন্ডা, মঙ্গল মুন্ডা, বিরসা মুন্ডা, মহাবীর মুন্ডা, দেবীচরণ মুন্ডা, শুকরাম মুন্ডা, চম্পা মুন্ডা, বারনাবাস মুন্ডা, ভোলানাথ পাতর মুন্ডা, সুখলাল সিং মুন্ডা, জিতেন্দ্র নাথ মুন্ডা, সুধুয়া মুন্ডা, সমর বসু মল্লিক (সঞ্জয়) তিনি একজন গবেষক, কিসুন মুন্ডা, ছোটু মুন্ডা। এছাড়াও আরোও অনেকে ছিলেন যাদের নাম আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আমরা সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্) এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং এমন একটি সফল ভ্রমণ সম্পন্ন করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃষ্ণপদ মুন্ডা,
নির্বাহী পরিচালক, সামস্
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
মেইলঃ krishna_grande@yahoo.com

তারিখঃ ২৮শে অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ